ভাঙড়ের দায়িত্ব নিয়েই ত্বহার কাছে শওকত

আজকালের প্রতিবেদন

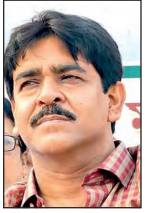
ভাঙড়ে তৃণমূলের সংগঠনের দায়িত্বে বিধায়ক শওকত মোল্লা। ছবি: গৌতম চক্রবর্তী

ভাঙড়ে সংগঠনের দায়িত্ব পাওয়ার পর রবিবার সন্ধ্যায় ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা ত্বহা সিদ্দিকির সঙ্গে আলোচনা করলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। দু’জনের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে। শওকত বলেন, ত্বহা সিদ্দিকিকে ভাঙড়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আলোচনা খুব ভাল হয়েছে। অন্যদিকে বিধায়ক জানান, তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির ছবি ও বার্তাকে সামনে রেখে ভাঙড়ের বাড়িতে বাড়িতে যাবেন। তাঁর আশা ভাঙড়ের মানুষ তৃণমূলকে ফেরাবেন না। রবিবার সাংবাদিকদের শওকত বলেন, গতকালই দলের তরফে ভাঙড়ের সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কাজ শুরু করে দিয়েছেন। প্রথমেই ভাঙড়ের বিভিন্ন জায়গায় থাকা দলের কমিটিগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। তাঁর কথায় তৃণমূল চায় অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনই ভাঙড়ে হবে। ভাঙড়ের মানুষ তৃণমূলকেই আশীর্বাদ দেবেন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এখন থেকেই কাজ শুরু হাওড়া পুরনিগমের

আজকালের প্রতিবেদন

ডেঙ্গুর মোকাবিলায় কোনওরকম খামতি রাখতে নারাজ হাওড়া কর্পোরেশন। সেই লক্ষ্যে এখন থেকেই কাজ শুরু করে দিল হাওড়া পুরনিগম। শহরজুড়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে শুরু হচ্ছে সচেতনতা অভিযান। এছাড়াও ডেঙ্গু মোকাবিলায় কিভাবে কাজ হবে তার রূপরেখা তৈরি করতে হাওড়া কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরির নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের সুপারভাইজার ও কর্মীরা। ছিলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নিতাইচন্দ্র মণ্ডল। বৈঠকে ঠিক হয় কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রতিটি ওয়ার্ডে সবার বাড়িতে গিয়ে মানুষকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতন করবেন। কীভাবে চলতে হবে তা বুঝিয়ে বলবেন। বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে কিনা তাও দেখবেন তাঁরা। সেইসঙ্গে হাওড়া পুর এলাকার সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি আবাসনগুলিতেও একইভাবে ডেঙ্গু সচেতনতা অভিযান চালাবেন কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যকর্মীরা। প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেও কোথাও জল জমে রয়েছে কিনা তাও দেখবেন তাঁরা। ডেঙ্গুর লার্ভা কোথাও আছে কিনা সেটাও দেখা হবে। লার্ভা থাকলে তা নিধনেরও ব্যবস্থা করা হবে। গত ৫ বছর হাওড়া পুর এলাকায় কোন্ কোন্ জায়গায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি দেখা গিয়েছিল সেই জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ডেঙ্গু সচেতনতা অভিযান চালানো হবে। হাওড়া কর্পোরেশনের ৬ নম্বর বরো অফিসে আয়োজিত বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাওড়া পুরনিগমের ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরি জানান, ‘এখন যদিও ডেঙ্গু আক্রান্তের কোনও খবর নেই। তবুও আমরা ডেঙ্গু মোকাবিলায় কোনও খামতি রাখতে চাইছি না। সেই উদ্দেশ্যে এখন থেকেই ডেঙ্গু সংক্রমণ আটকাতে নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করে আমরা কাজ শুরু করে দিচ্ছি। প্রতি দু’সপ্তাহ অন্তর কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করব।’

পুর উদ্যোগে বৈদ্যবাটিতে স্বাস্থ্যমেলা

বিশেষভাবে সক্ষমকে দেওয়া হল ট্রাইসাইকেল। ছবি: প্রতিবেদক

নীলরতন কুণ্ডু

বৈদ্যবাটি পুরসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল দুদিনের স্বাস্থ্যমেলা। শেওড়াফুলি ছাতুগঞ্জ ময়দানে। আড়াই হাজার মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। এ ছাড়া চক্ষু পরীক্ষা, চক্ষু অপারেশন ও চশমা দেওয়া হয়। এরই পাশাপাশি মেলায় এলাকার ৭৫ জন প্রতিবন্ধীর হাতে ট্রাইসাইকেল এবং ক্র্যাচ তুলে দেওয়া হয়। রবিবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুইন, বৈদ্যবাটির পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতো, চেয়ারম্যান–ইন–কাউন্সিল সুবীর ঘোষ, প্রবীর পাল এবং উপপুরপ্রধান শান্তনুকুমার দত্ত–সহ অন্যান্য পুরপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট অতিথিরা। বিধায়ক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সাধারণ হাসপাতালগুলিকে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে বাংলার মানুষ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। এরপরেও পুরউদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির করা হচ্ছে। এভাবেই মানুষকে পরিষেবা দেওয়া এবং মানুষের পাশে থাকা আমাদের লক্ষ্য।

শিক্ষক ১২ জন, পড়ুয়া ২৭! মিড-ডে মিল দিলেও আসে না অনেকেই, বেহাল স্কুল

মিল্টন সেন

হুগলি, ১১ মার্চ

পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি, পড়ুয়া–সংখ্যা মাত্র ২৭। তাও নিয়মিত আসে না। তবে স্কুলে শিক্ষক রয়েছেন ১২ জন। এখানেই শেষ নয়, স্কুলবাড়িতে একাধিক ফাটল। বন্ধ থাকে স্কুলের একাধিক ক্লাসরুম। নেই স্কুলের পরিচালন সমিতিও। এমনই বেহাল অবস্থা হুগলির কোন্নগরের নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বিদ্যালয়ের। একসময় রমরমিয়ে চললেও বর্তমান স্কুলের কঙ্কালসার অবস্থা। ছাত্রের অভাবেই স্কুলের এই পরিণতি, জানিয়েছেন স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকারা।

প্রত্যেক দিন একই ছবি। স্কুলের কোনও ক্লাসরুমে দু’জন তো কোনও ক্লাসে তিনজন পড়ুয়া। অথচ সবরকমের পরিকাঠামো রয়েছে। স্কুলে রয়েছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। নিয়মিত মিড–ডে মিল দেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের। তবুও স্কুলে নতুন কোনও ভর্তি হয় না। এক প্রকার বাধ্য হয়েই দু–একজন করে ছাত্র নিয়েই ক্লাস করান স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকারা। স্কুলের ভেতরে থাকা বিশাল খেলার মাঠ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। স্কুলবাড়ির একটা অংশ ফাটল ধরে ভেঙে পড়ার অবস্থা। মেরামত করার উদ্যোগ নেই। এভাবেই কোনওরকমে চলছে কোন্নগর জোড়াপুকুর অঞ্চলের নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বিদ্যালয়।

স্কুলের বর্তমান দুরবস্থা প্রসঙ্গে শিক্ষিকা দীপান্বিতা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি কম্পিউটার, খেলাধুলো, মিড–ডে মিল থেকে বেতনে ছাড় দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় সুবিধা রয়েছে। কিন্তু কাল হয়েছে অভিভাবকদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ানোর ঝোঁক। স্কুল মাধ্যমিক হওয়াটাও একটা বড় সমস্যা মনে করেন দীপান্বিতাদেবী। তাঁর ধারণা, অধিকাংশ অভিভাবক মনে করেন, তাঁদের ছেলেমেয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করে দিলেই হয়। একেবারে উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে পড়ুয়ারা স্কুল থেকে বেরোবে। তাই এই স্কুল শুধুমাত্র মাধ্যমিক হওয়াটা একটা বড় অসুবিধার জায়গা।

তিনি জানিয়েছেন, স্কুলে পড়ুয়া–সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে স্কুলের তরফে নানা রকমের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাই বর্তমানে যারা রয়েছে লক্ষ যত্ন সহকারে তাদের মানুষ গড়ে তোলা। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই প্রান্তিক শ্রেণির। তাই তাদের মানুষ করার সম্পূর্ণ দায়িত্বটাও শিক্ষক–শিক্ষিকাদেরই। তবে স্কুল ভেঙে পড়ুক অথবা পড়ুয়া না থাকুক, এ প্রসঙ্গে নীরব স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন নাগ।

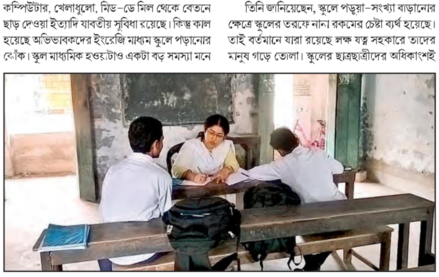
কোন্নগরের নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু স্কুল। ছবি: পার্থ রাহা

পাড়ায় শিবির গড়ে রাজ্যের জনমুখী প্রকল্পের গুরুত্ব পড়ুয়াদের বোঝাবে তৃণমূল

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়া

হাওড়ার প্রত্যন্ত এলাকায় পড়ুয়াদের জন্য স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড–সহ রাজ্যের প্রকল্পগুলির প্রসারে উদ্যোগী হল যুব তৃণমূল কংগ্রেস। দক্ষিণ হাওড়ার থানামাকুয়া পঞ্চায়েত–সহ বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে শিবির করে এই ব্যাপারে পড়ুয়াদের অবহিত করবেন যুব তৃণমূলের কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে এই ছাত্রছাত্রীদের জন্যে একাধিক জনমুখী প্রকল্প চালু হয়েছে। সেই সব প্রকল্পের সুবিধে ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে পাবে, তা সবিস্তারে তাদের বুঝিয়ে দিতেই যুব তৃণমূলের এই উদ্যোগ। দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র যুব তৃণমূলের সভাপতি প্রীতম দাস বলেন, ‘উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর আগে পরীক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ফুল ও পেন দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে দেখলাম, অনেকেই স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড–সহ পড়ুয়াদের জন্যে রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির বিষয়ে ততটা ওয়াকিবহাল নয়। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার আদিবাসী ও সংখ্যালঘু পরিবারের অনেক উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়াই ওই সমস্ত প্রকল্পগুলির বিষয়ে জানে না বলে আমাদের জানিয়েছে। এরপরই আমরা সিদ্ধান্ত নিই, প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় আমরা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের তাদের জন্যে রাজ্যের প্রকল্পগুলির বিষয়ে ওয়াকিবহাল করব। কীভাবে এই প্রকল্পের সুবিধে পাওয়া যাবে, তা সবিস্তারে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলেই আমাদের এই কর্মসূচি শুরু হবে। প্রতিটি এলাকায় গিয়ে শিবির করে আমরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের বিষয়গুলি বুঝিয়ে দেব।’ এদিন প্রীতম দাসের নেতৃত্বে দক্ষিণ হাওড়ার থানামাকুয়া পঞ্চায়েত এলাকায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গোলাপ ফুল ও পেন দিয়ে শুভেচ্ছা জানান যুব তৃণমূলের কর্মীরা।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও সাবলম্বী করতে বিশেষ পদক্ষেপ

আজকালের প্রতিবেদন

হাওড়ার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও স্বনির্ভর করতে উদ্যোগী হল জেলা পরিষদ। কিভাবে জেলার ১৪টি ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও চাঙ্গা করা যায় তা নিয়ে জেলা পরিষদের সদস্য ও আধিকারিকরা একটি বৈঠক করেন। সেখানেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও সক্রিয় করতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হাওড়া জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, প্রত্যেক ব্লকের প্রতিটি পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির মেশিন দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই আমতা–২ নম্বর ব্লক–সহ কয়েকটি ব্লকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করে তা বিদ্যালয় বা বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়েছে। তবে ওইসব মেশিন ততটা উন্নত না হওয়ায় স্যানিটারি ন্যাপকিনের গুণগত মান খুব একটা ভাল ছিল না। তাই এবার সমস্ত ব্লকের পঞ্চায়েতস্তরের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে উন্নতমানের মেশিন দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের জন্য পৌষ্টিক চূর্ণ খাবার সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে। খাদ্য দপ্তরের কাছ থেকে পৌষ্টিক চূর্ণ খাবার সংগ্রহ করে তা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পাঠানো হবে। এর ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি আরও সক্রিয় হবে। এই প্রসঙ্গে হাওড়া জেলা পরিষদের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ আম্বিয়া খাতুন জানান, ‘স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও স্বনির্ভর করে তুলতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সিদ্ধান্তই দ্রুত বাস্তবায়িত হবে।’

দুই বাংলার ৭ বাঙালির নজির

আজকালের প্রতিবেদন

পাহাড় নয়, এবার বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত জয় ৭ বাঙালির। পৃথিবীর সব থেকে লম্বা প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত একসঙ্গে জয় করলেন দুই বাংলার ৭ জন। বাংলাদেশের কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত বিচ। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব ১২০ কিমি। দীর্ঘতম ওই সমুদ্র সৈকত হেঁটে পার হলেন দুই বাংলার ৭ জন। ৪ দিন সমুদ্র সৈকত ধরে লাগাতার হেঁটে সোমবার ১২০ কিমি পথ অতিক্রম করেন তাঁরা। হাওড়ার একটি সংস্থার পক্ষ থেকে ৭ জন বিশ্বের দীর্ঘতম ওই সমুদ্র সৈকত ‘ট্রেক’ করতে বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা দেন। বাংলাদেশেরও দু’জন তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত চলত হাঁটা। অবশেষে দুই বাংলার ৭ জন একসঙ্গে দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত পেরিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েন। এই দলের অন্যতম সদস্য উজ্জ্বল দাস ও দেবাশিস চক্রবর্তী জানান, ‘সম্মিলিতভাবে কেউ আগে পৃথিবীর দীর্ঘতম এই প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত পার হতে পারেননি। আমরা দুই বাংলার প্রতিনিধিরা একসঙ্গে এই সাফল্য পেলাম।’

দাম বাড়ছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাঁকড়া শিকারও বাড়ছে সুন্দরবনে

গৌতম চক্রবর্তী

খাঁড়ি থেকে ধরা কাঁকড়া।

বাড়তে শুরু করেছে সুন্দরবনের কাঁকড়ার দাম। আর তাতেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবনের নদী, খাঁড়ি থেকে কাঁকড়া সংগ্রহের প্রবণতা বাড়ছে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের মধ্যে। কাঁকড়ার চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে কাঁকড়ার দামও বাড়ছে। আগের থেকে এখন বাজারে কাঁকড়ার দাম প্রায় দ্বিগুণ। আগে ছিল ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা কেজি। আর এখন সেই কাঁকড়া বিক্রি হচ্ছে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা কেজিতে। আর কাঁকড়ার দাম বাড়ায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে মৎস্যজীবীদের মধ্যে। সাধারণত শীতকালের এই সময়টায় প্রতি বছরই কাঁকড়ার চাহিদা ও দাম দুটোই বাড়ে। আর লকডাউনের পর থেকে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা বেশি করে নির্ভর হয়ে পড়েছে জঙ্গলের ওপর। অসম্ভব জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ায় এখানকার মৎস্যজীবীদের পেট চালাতে বেশি করে নির্ভর হতে হয়েছে জঙ্গল বা খাঁড়ির ওপর। জঙ্গলের কাঠ, মধু ও খাঁড়ির মাছ, কাঁকড়া সংগ্রহ করে বিক্রি করেই চলে সংসার। পরিবারের কেউ উপার্জনের আশায় জঙ্গলে গেলে পরিবারের সদস্যরা জানেন সশরীরে ফিরে আসতে নাও পারেন। তবু আতঙ্ককে উপেক্ষা করেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা মাছ ও কাঁকড়া সন্ধানে যান জঙ্গলে। সুন্দরবনের খাঁড়িতে ঢুকে জীবন বাজি রেখেই কাঁকড়া সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। সংগ্রহ করা এই কাঁকড়া বাজারে বিক্রি করেই তাঁদের সংসার চলে। দু’বছর ধরে করোনা মহামারির কারণে কাঁকড়ার দাম তলানিতে গিয়েছিল। ভারত থেকে কাঁকড়ার রপ্তানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে বাজারে কাঁকড়ার চাহিদা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। এ বছর আবারও কাঁকড়ার চাহিদা বাড়ায় কিছুটা হলেও দাম পাচ্ছেন মৎস্যজীবীরা। বহু পর্যটকও সুন্দরবন বেড়াতে এসে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন কাঁকড়া। ফলে চাহিদা ও দাম বাড়ছে কাঁকড়ার। হরেন মণ্ডল নামে এক মৎস্যজীবী জানান, লকডাউনে কাজ হারিয়ে ভিনরাজ্য থেকে ঘরে ফিরে এসেছি। কাঁকড়া ধরেই সংসার চালানোর লড়াই চালাচ্ছি। আগে কাঁকড়ার দাম পাচ্ছিলাম না। এবার যেন বাজার একটু চাঙ্গা হচ্ছে। দাম বাড়ছে কাঁকড়ার। ফলে জীবন বাজি রেখে জঙ্গলে গিয়ে কাঁকড়া ধরে কিছুটা লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছি।

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট–৩৬২২৬৬, CIN: U65922GJ2009PLC083779
ব্রাঞ্চ অফিস: রুম নং ৪০১, ক্যামাক স্কোয়্যার, পঞ্চম তল, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২(২০০২ এর ৫৪)–এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ(সমূহ) বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ), সহ ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, (১) মেসার্স জি পি গ্রিন এনার্জি সিস্টেমস প্রাঃ লিঃ ইহার ডিরেক্টরগণ জয়ব্রত মুখার্জি, সুদেষ্ণা মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা) এর মারফত, (২) জয়ব্রত মুখার্জি (সহ–ঋণগ্রহীতা), (৩) সুদেষ্ণা মুখার্জি (সহ–ঋণগ্রহীতা), (৪) দুর্বা মুখার্জি (সহ–ঋণগ্রহীতা), (৫) মেসার্স সাসটেনেবল এনার্জি সিস্টেমস প্রাঃ লিঃ ইহার ডিরেক্টরগণ (জামিনদাতা) মারফত এবং (৬) জয়প্রকাশ হরিলাল জনগাদা (জামিনদাতা) এর থেকে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড (জামিনযুক্ত ঋণদাতা)–এর পাওনা বাবদ ২৩.০৮.২০১৯ অনুসারে ₹২,০৯,১৪,৯০৯/– (দুই কোটি নয় লক্ষ চৌদ্দ হাজার নয়শত নয় টাকা মাত্র) (টিডিএস ক্যালকুলেশন এবং প্রি–পেমেন্ট চার্জসমূহ, যেটি প্রযোজ্য বাদে) এবং প্রদান করার তারিখ পর্যন্ত পুনরায় সুদ এবং অন্যান্য খরচ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে জামিনযুক্ত ঋণদাতা–এর কাছে বন্ধক রাখা দাখিলযোগ্য এবং আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড (জামিনযুক্ত ঋণদাতা)–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি ‘যেখানে আছে সেখানে’, ‘যা কিছু আছে তা’ এবং ‘যেখানে যেভাবে আছে সেভাবে’ ভিত্তিতে ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে বিক্রি করা হবে। উপরোক্ত অর্থাঙ্ক টিডিএস ক্যালকুলেশন এবং প্রি–পেমেন্ট চার্জসমূহ, যেটি প্রযোজ্য বাদে।

সম্পত্তির ধার্য সংরক্ষণ মূল্য হল ₹১,৭৬,০০,০০০ – (এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা মাত্র) এবং বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) অর্থাঙ্ক হল ₹১৭,৬০,০০০/– (সতেরো লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র)।

স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বন্ধকী সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ১১০২ এর সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, টাওয়ার নং ৬ এর ১২তম তলে, মাপ ৩৪৩৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উক্ত প্রেমিসেসের বিল্ডিংয়ে, যাতে চারটি বেডরুম, চারটি টয়লেট, একটি কিচেন, তিনটি ব্যালকনি, একটি সার্ভেন্ট রুম সহ টয়লেট, একটি ড্রেস রুম, একটি ফ্যামিলি লাউঞ্জ এবং লিভিং ডাইনিং রুম, সহ দুটি ঢাকা পার্কিং স্পেস নং ২৬ এবং ৩৯ দুটিই উক্ত টাওয়ারের বেসমেন্টে, ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি কমপ্লেক্সে উক্ত টাওয়ারটি অবস্থিত, হাইটস হিসাবে পরিচিত, প্লট নং এএ৩/বিএলকে–২ ২ (অংশ) এবং এএ৩/বিএলকে–২/১ (অংশ), অ্যাকশন এরিয়া ৩, নিউ টাউন, মৌজা পাথরঘাটা, গ্রাম পঞ্চায়েত পাথরঘাটা, রাজারহাট, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর) বর্তমানে কলকাতা ৭০০১৫৬, থানা নিউ টাউন, এনকেডিএ (নিউ টাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) এর অধীনে। চৌহদ্দির বিবরণ: উত্তর: বাগান এবং তারপর টাওয়ার নং ৭, দক্ষিণ: অন্তর্বর্তী রাস্তা, পূর্ব: অন্তর্বর্তী রাস্তা, পশ্চিম: বাগান এবং তারপর কমপ্লেক্সের সীমানা প্রাচীর।

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড –এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, https:/ www.adityabirlafinance.com অথবা https://sarfaesi.auctiontiger.net–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।

স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক,
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
তন্ময় ব্যানার্জি, ৭৫৯৬৯৪৬৪৬৭
তারিখ: ১৩ মার্চ, ২০২৩, স্থান: কলকাতা

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

প্রয়াত সনৎ কুমার সাহার নামে মূল স্বত্ব দলিল নং ১৩৯৯ তারিখ ২৬.০২.১৯৯২ আমাদের কাস্টডি থেকে স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে এবং মুচিপাড়া থানায় ২৮.১১.২০২২ তারিখে ডায়েরি করা হয়েছে যার জিডি নং ২১৯১। উক্ত মূল বিক্রয় দলিল পেয়ে থাকলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে জমা দেবেন। উক্ত স্বত্ব দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের অথবা কোনও অথরিটির কোনও লেনদেন বাতিল বলিয়া গণ্য হবে এবং ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক অথবা শ্রী জাবেদ আলি ঘরামি এর জন্য দায়ী থাকবে না।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ
১৪৬ ১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট,
কলকাতা–৭০০ ০১২
ফোন–২২২৭ ৬১৫৪

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

শ্রী জাবেদ আলি ঘরামির নামে মূল স্বত্ব দলিল নং ৭৬৭০ তারিখ ২০.০৮.১৯৮৪ আমাদের কাস্টডি থেকে স্থানান্তরিত হারিয়ে গিয়েছে এবং মুচিপাড়া থানায় ০৬.০৩.২০২৩ তারিখে ডায়েরি করা হয়েছে যার জিডি নং ৪৫৩। উক্ত মূল বিক্রয় দলিল পেয়ে থাকলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে জমা দেবেন। উক্ত স্বত্ব দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও ব্যক্তি ব্যক্তিগণের অথবা কোনও অথরিটির কোনও লেনদেন বাতিল বলিয়া গণ্য হবে এবং ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক অথবা শ্রী জাবেদ আলি ঘরামি এর জন্য দায়ী থাকবে না।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক
শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ
১৪৬/১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট,
কলকাতা–৭০০ ০১২
ফোন–২২২৭ ৬১৫৪

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট ৩৬২২৬৬, CIN: U65922GJ2009PLC083779
ব্রাঞ্চ অফিস: রুম নং ৪০১, ক্যামাক স্কোয়্যার, পঞ্চম তল, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) এর সংস্থান সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ(সমূহ) বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, (১) রাজেশ কুমার দামানি (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), (২) গোপী কিষণ দামানি (জামিনদার) এর থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেডের পাওনা বাবদ ₹৭৩,১৬,৭৫১/– (তিয়াত্তর লক্ষ ষোল হাজার সাতশো একান্ন টাকা মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি ‘যেখানে আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে বিক্রি করা হবে।

সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য হল ₹৬৬,৫১,০০০/– (ছেষট্টি লক্ষ একান্ন হাজার টাকা মাত্র) এবং বায়না অর্থাঙ্ক হল ₹৬,৬৫,১০০/– (ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার একশো টাকা মাত্র)।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নিম্নোক্ত সামান্য কমবেশি ০৪ (চার) কাঠা ০৯ (নয়) ছটাক ০০ (শূন্য) বর্গফুট ভাড়াবিহীন মোকররি–মৌরসী জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ১ (এক), প্লটিং এবং/বা স্কিম প্ল্যান, তৎসহ ফিক্সচার ও ফিটিংস সহ পুরনো ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঠামো, অংশত হোল্ডিং নং ১০, কুমার পাড়া রোড (পূর্বতন প্রেমিসেস নং ২, কুমার পাড়া লেন), পোঃঅঃ– লিলুয়া, থানা– লিলুয়া (সাবেক বালি), বালি পুরসভার ২১ নং ওয়ার্ড, জেলা– হাওড়া, পিন– ৭১১২০৪, তৎসহ যাবতীয় এজমালি ও আনুষঙ্গিক অধিকার।

উক্ত জমি এবং/বা অংশের সি এস দাগ নং ২৩৪০, জে এল নং ১২, পরগনা– খালোর, রেভিনিউ সার্ভে নং ১৯৭৫, তৌজি নং ৩৯৮৯, হুগলি, মৌজা– লিলুয়া, জেলা– হাওড়া– ৭১১২০৪, ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি– হাওড়া। চৌহদ্দি: উত্তর– বিক্রেতার প্লট নং ৪ সংবলিত জমি, যা হোল্ডিং নং ১০, কুমার পাড়া রোড থেকে আসা; দক্ষিণ– পূর্ব থেকে পশ্চিম দিক অভিমুখী এবং সাধারণভাবে কুমার পাড়া রোড নামে পরিচিত পুর–রাস্তা; পূর্ব– হোল্ডিং নং ৮, কুমার পাড়া রোড ঠিকানাযুক্ত মেসার্স পামি মেটালস (প্রাঃ) লিঃ এর জমি ও শেড; পশ্চিম বিক্রেতার প্লট নং ২ সংবলিত জমি, যা হোল্ডিং নং ১০, কুমার পাড়া রোড থেকে আসা।

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড–এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.adityabirlafinance.com বা https://sarfaesi.auctiontiger.net–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।

অনুমোদিত আধিকারিক
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
তন্ময় ব্যানার্জি, যোগাযোগ: ৭৫৯৬৯৪৬৪৬৭
তারিখ: ১৩ মার্চ, ২০২৩
স্থান: কলকাতা

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট–৩৬২২৬৬, CIN: U65922GJ2009PLC083779
ব্রাঞ্চ অফিস: রুম নং ৪০১, ক্যামাক স্কোয়্যার, পঞ্চম তল, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

[illegible]

অনুমোদিত আধিকারিক
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
তন্ময় ব্যানার্জি, যোগাযোগ: ৭৫৯৬৯৪৬৪৬৭
তারিখ: ১৩ মার্চ, ২০২৩
স্থান: কলকাতা

GI
গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড
সিআইএন: L10101WB1974PLC094602
রেজিস্টার্ড অফিস: ৩১, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন নং: ৯১৩৩৪০০২ ৯৬০০, ফ্যাক্স নং: ৯১৩৩ ২২৪৯ ৬৪২০
ই মেল: corp_secy@graphiteindia.com
ওয়েবসাইট: www.graphiteindia.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি নোটিস

বিষয়: পরপর সাত বছর দাবি না করা ডিভিডেন্ড কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (আইইপিএফ)–এ স্থানান্তর

সময় থেকে সময়ান্তরে পরিবর্তিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ (রুলস)–এর সংস্থান মোতাবেক ১৬ মার্চ, ২০১৬–এ বোর্ড অফ ডিরেক্টরস দ্বারা ঘোষিত ২০১৫ ১৬ অর্থবর্ষের যে সমস্ত শেয়ারগুলির অন্তর্বর্তী ডিভিডেন্ড পরপর সাত বছর দাবি করা হয়নি, সেগুলি আইইপিএফ–এর নামে হস্তান্তর করা হবে ১৯ এপ্রিল, ২০২৩–এ বা তার পরে। রুলস এর সংস্থান মোতাবেক ডিভিডেন্ড পরপর সাত বছর দাবি করা হয়নি, এমন সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি হস্তান্তর করা হবে।

আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারগুলি হস্তান্তর করার উপযোগী, তাঁদের বিশদ বিবরণ এই কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে আপলোড করে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার https://www.graphiteindia.com View/investor_relation.aspx এও দাবি করা হয়নি, এমন ডিভিডেন্ড ও সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি খতিয়ে দেখতে পারেন।

ব্যবহারিক ফর্মে শেয়ারগুলি যা আইইপিএফ–এ স্থানান্তর করা হবে, সেই শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি মূল শেয়ারপত্রগুলির বদলে আইইপিএফ–এ স্থানান্তর করার জন্য ডুপ্লিকেট শেয়ার ইস্যু করবে ও ডিপোজিটরির দ্বারা করপোরেট ক্রিয়া মারফত ডুপ্লিকেট শেয়ারগুলি ডিম্যাট আকারে বদলে যাবে ও আইইপিএফ–এ স্থানান্তর করা হবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারের নামে মূল শেয়ারপত্রগুলি সেক্ষেত্রে বাতিল ও অবিনিময়যোগ্য হয়ে যাবে। করপোরেট ক্রিয়া মারফত ডিম্যাট আকারের শেয়ারগুলি ডিপোজিটরির দ্বারা আইইপিএফ এর ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারের তরফে ৩১ মার্চ, ২০২৩–এর মধ্যে কোনও সাড়া না পেলে কোম্পানি রুলস–এর সংস্থান মোতাবেক ১৯ এপ্রিল, ২০২৩ এর পরে ডিভিডেন্ড আইইপিএফ এর ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে। বাড়তি নোটিস ছাড়াই ডিভিডেন্ড পরপর সাত বছর দাবি করা হয়নি, এমন শেয়ারগুলি স্থানান্তর করা হবে।

শেয়ারহোল্ডারগণ অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখবেন যে, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্টে জমা করা উল্লিখিত শ্রেণিভুক্ত শেয়ারগুলি কিংবা এগুলি সংক্রান্ত ডিভিডেন্ডের ব্যাপারে এই কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনওভাবে দাবি জানানো যাবে না। উল্লিখিত শেয়ারগুলি এবং এগুলির ডিভিডেন্ড আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের পর অবশ্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ এগুলি দাবি করতে পারবেন এবং এ জন্য তাঁদের সংশ্লিষ্ট রুলসে নির্ধারিত পথে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে। তে বাধ্য।

উপরিলিখিত রুলসের অনুসারী হতে এই কোম্পানি এর আগেই সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের এ ব্যাপারে অবগত করেছিল এবং ক্রমবর্ধমান ফোলিওর পরিপ্রেক্ষিতেও সম্প্রতি তাঁদেরও অবগত করেছিল যাঁদের শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার উপযোগী। আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারগুলি হস্তান্তর করার উপযোগী, তাঁদের বিশদ বিবরণ এই কোম্পানি তার ওয়েবসাইট www.graphiteindia.com–তে Investor Relations সেকশনেও আপলোড করে দিয়েছিল। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের তরফে জারি করা ১৩ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখ সংবলিত বিজ্ঞপ্তি এবং ১৬ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখ সংবলিত সাধারণ প্রজ্ঞাপন অনুসারে নির্ধারিত তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ, ৩০ নভেম্বর, ২০১৭–এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের হাতে থাকা আগে লেখা শ্রেণিভুক্ত শেয়ারগুলি ব্যবহারিক বা ডিম্যাট ফর্মে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য এই কোম্পানি দরকারি পদক্ষেপ নেবে।

শেয়ারহোল্ডারগণ অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখবেন যে, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্টে জমা করা উল্লিখিত শ্রেণিভুক্ত শেয়ারগুলি কিংবা এগুলি সংক্রান্ত ডিভিডেন্ডের ব্যাপারে এই কোম্পানির বিরুদ্ধে আর কোনওভাবে কোনওপ্রকার দাবি জানানো যাবে না। উল্লিখিত শেয়ারগুলি এবং এগুলির ডিভিডেন্ড আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের পর অবশ্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ এগুলি দাবি করতে পারবেন এবং এ জন্য তাঁদের সংশ্লিষ্ট রুলসে নির্ধারিতমতো ফর্ম আইইপিএফ ৫ ভরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে।

এই সংক্রান্ত বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারগণের কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তাঁরা এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, সি–১০১, ২৪৭ পার্ক, এল বি এস মার্গ, ভিখরোলি ওয়েস্ট মুম্বই–৪০০ ০৮৩, ফোন: ০২২–৪৯১৮ ৬০০০, ই–মেল: rnt@linkintime.co.in।

গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর পক্ষে
বি শিবা
কোম্পানি সেক্রেটারি
কলকাতা
তারিখ: ১১.০৩.২০২৩

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট–৩৬২২৬৬, CIN: U65922GJ2009PLC083779
ব্রাঞ্চ অফিস: রুম নং ৪০১, ক্যামাক স্কোয়্যার, পঞ্চম তল, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ

[illegible]

অনুমোদিত আধিকারিক
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
তন্ময় ব্যানার্জি, যোগাযোগ: ৭৫৯৬৯৪৬৪৬৭
তারিখ: ১৩ মার্চ, ২০২৩
স্থান: কলকাতা